মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

www. dhakaeducationboard gov.bd

পত্র নং মাশি/পরীক্ষা/৩৪৫ তারিখ ঃ-২৭/০৬/২৩

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

eTIF পূরণের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ ও দিক নির্দেশনা।

১) প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ কর্মরত সকল শিক্ষকের পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয় কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে eTIF পূরণ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অনুরোধ করা হল।

২) সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রধান পরীক্ষক হওয়ার জন্য অনেক শিক্ষক মাস্টার ট্রেইনার না হওয়া সত্ত্বেও eTIF-এর ডাটায় মাস্টার ট্রেইনার এর কলাম এন্ট্রি করেছেন, যা গর্হিত অপরাধ। যারা প্রকৃত পক্ষে মাস্টার ট্রেইনার নয় তাঁরা অনতিবিলম্বে eTIF-এর ডাটা থেকে মাস্টার ট্রেইনার কলাম সংশোধন করুন, নতুবা এরূপ প্রতারণামূলক তথ্যের জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে সত্যায়নকারীর দায়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান অভিযুক্ত হবেন, কেননা প্রতিষ্ঠান প্রধানই শিক্ষকের তথ্য অনুমোদনকারী।

৩) আরো দেখা যাচ্ছে, অনেক শিক্ষক তাঁদের ব্যক্তিগত রেজাল্ট তথা এস.এস.সি, এইচ.এস.সি, বি.এ, বি.এস.সি, অনার্স, মাস্টার্স, বি.এড,এম.এড, পি.এইচ.ডি ইত্যাদি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি eTIF-এর নির্দিষ্ট কলামে এন্ট্রি না করে ফাঁকা রাখেন, অথচ প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রেজাল্টের সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট রয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে উক্ত কলামসমূহে প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি এন্ট্রি করুন।

৪) <u>First Joining</u> এর ক্ষেত্রে অনেকে তাঁর বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে থাকেন। এ কারণে তাঁর শিক্ষকতার প্রকৃত অভিজ্ঞতার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। উদাহরণ- একজন শিক্ষক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ বছর কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীতে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে ০৫ বছর কর্মরত আছেন তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতা হবে ১৫বছর, এ ক্ষেত্রে বর্তমান স্কুল/কলেজে যোগদানের তারিখ দিয়ে ডাটা এন্ট্রি করলে অভিজ্ঞতা ০৫বছর বিবেচনায় আসবে। সুতরাং তাঁর <u>First Joining</u> হবে ১ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ। উল্লেখ্য প্রতি বছর সার্ভিসের জন্য আলাদা পয়েন্ট রয়েছে।

৫) শিক্ষকদের ডাটা পূরণের সময় অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের (১৩ ডিজিটের) হিসাব নম্বর প্রদান করতে হবে।

৬) খন্ডকালীন, অনিয়মিত এবং গুরুতর অসুস্থ শিক্ষকদের তথ্য eTIF-এ পূরণ করা যাবে না।

৭) যে শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করেন শুধু সে বিষয়ই Select করতে হবে।

৮) কলেজের ক্ষেত্রে শুধু যে বিষয়ে অনার্স,মাস্টার্স করেছেন সে বিষয়ই Select করতে হবে।

৯) শিক্ষকদের সকল সনদ, নিয়োগপত্র ইত্যাদি তথ্য প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে বোর্ড সেগুলো তদন্ত করবে।

১০) eTIF পূরণে কোন তথ্য গোপন বা অসত্য তথ্য সংযোজন করলে এর দায় দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানের বহন করতে হবে।

১১) যে সকল শিক্ষক PRL রত অবস্থায় বা চাকুরী ৬০ বছর চলমান(বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) তারা/তাদের ডাটা নিজ দায়িত্বে ডিলিট করতে হবে। ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন কিংবা অবসরে গেছেন তালিকায় এমন শিক্ষক থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তা অবশ্যই ডিলিট করতে হবে।

বি:দ্রঃ eTIF পূরণ সংক্রান্ত তথ্য আগামী ৩১-০৭-২০২৩ তারিখের মধ্যে অবশ্যই বোর্ডের online-এ পাঠাতে হবে। এর পরে পাঠানো কোন তথ্য ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হবে না।

২৭.০৬.২৩

প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন- ০২-২২৩৩৬৯৮১৫

প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

E:\sarif_2023_Ssc\SSC_2023_\eTIF circuler.doc